

হুজুরপাক সম্পর্কিত তথ্য

আখেরি জামানায় ইসলামের দুর্যোগপূর্ণ মুহর্তে যখন বিভিন্ন শয়তানি ও দাজ্জালি প্রতারণায় সরলমনা সাধারণ মুসলমানগণ তাদের মহামূল্যবান ঈমাণ হারাতে বসেছিল ও সমগ্র ভারতবর্ষ বিভিন্ন বাতেল ফিরকায় জর্জরিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই মুহর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন ও হুজুর পুর নূর রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সেরেতাজ কেবলায়ে পাক, আমীরে শরিয়ত, মোজাদ্দেরে তরিকত, আ'রেফে হাকিকত, শাহান শাহে মা'রেফাত, অলিয়ে কামেল, মুশীদে মোকাম্মেল, হাদিয়ে জামান, পেশওয়ায়ে চিশতীয়া, বেলায়াত গগণের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, জামানার মহাসাধক, সুফিকূল শিরোমণি হযরতুল আল্লামা খাজা শাহ আলহাজ্ব কাজী মোঃ সিরাজ উদ্দিন চিশতী (রা.) বাংলাদেশের নীল আকাশের নীচে কুমিল্লা জেলাধীন মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানাধীন ঐতিহ্যবাহী রাজা চাপিতলা গ্রামের বিখ্যাত ও সম্রান্ত কাজী বংশে শোভাগমণ করেন। উনার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মায়ের নাম যথাক্রমে কাজী মোঃ মনির উদ্দিন ও মোসাম্মৎ আক্রামুনুসসা। উনার পিতামাতা অত্যন্ত খোদাভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

ছোটকাল থেকেই এ মহান সাধক ছিলেন অত্যন্ত সল্লভাষী, অল্লাহারী, বিনয়ী ও নিরহংকারী। উনার দুনিয়াবী জীবনের প্রতিটি মুহর্ত ছিল রিয়াজত-সাধনায় ভরপুর। উনার পীর-মুশীদ হযরতুল আল্লামা খাজা শাহ আব্দুল গফুর চিশতী (রা.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করার পর থেকে উনি উনার পীর-মুশীদের নির্দেশক্রমে এত রিয়াজত-বন্দেগী করেছেন যে উনার পীর-মুশীদ উনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ১৯৫৬ ইং সনে উনাকে খেলাফত প্রদান করেন। খেলাফত প্রাপ্তির পর থেকে উনার পীর-মুশীদের নির্দেশে উনি সারা দেশব্যাপী তাওহিদ ও রিসালাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন। উনার আমল-আখলাক, রিয়াজত-বন্দেগী, ন্যায়পরায়নতা, নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, উদারতা, সত্যবাদীতা, মহানুভবতা এবং শরীয়ত ও সুন্নত পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতা ইত্যাদি গুণাগুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ উনার হাতে বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উনার পীর-মুশীদ উনার উপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, উনি উনার ভক্ত-মুরীদানগণের উদ্দেশ্যে হাত উচিয়ে বহুবার বলেছেন, “আমার হাত কাজী সাহেবের হাতন। আমার হাত এবং কাজী সাহেবের হাতকে যে ভিন্ন ভাবে, সে আমার মুরিদ থেকে খারিজ হয়ে যাবে”।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুশীদে বরহক ২৪ জিলক্বদ ১৪২৮ হিজরি, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বাংলা, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৭ ইংরেজি রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ০৮:১৫ মিনিটে উনার অগণিত ভক্ত-মুরীদানগকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুলের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের চক্ষু-পর্দার অন্তরাল হয়ে যান। প্রতি বছর এই দিনে উনার অগণিত ভক্ত-মুরীদানগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারক অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়।

সভাপতির বাণী

নব্বই দশকের শুরুতে ঢাকা মহানগরীর ডেমরা থানাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মাতুয়াইল নামক স্থানে আমাদের মহান মুর্শীদ কেবলা হযরতুল আল্লামা খাজা শাহ আলহাজ্ব কাজী মোঃ সিরাজ উদ্দিন চিশতী (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া'র উন্নয়নকল্পে তিনি ঢাকা ও এর আশেপাশের ভক্ত-মুরিদানগণের সমন্বয়ে “আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” নামক একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন চালু করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিনি এই সংগঠনের জন্য একটি স্লোগান নির্ধারণ করেন। আর সেটি হচ্ছে “মোরা যাত্রী একই তরণীর”। অর্থাৎ আমরা সকল ভক্ত-মুরিদানগণ একই তরণী বা নৌকার যাত্রী এবং এই প্রতীকী তরণী বা নৌকার মাঝি হচ্ছেন আমাদের মহান মুর্শীদ কেবলা। আর এই তরণী বা নৌকায় আরোহণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুর্শীদ কেবলাপাকের প্রদর্শিত পথে পথ চলার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হুজুরপাকের পবিত্র নাম মোবারক অনুসারে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া'র উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখা। বর্তমানে আমরা এই সংগঠনকে সারাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি যেন আমাদের মুর্শীদ কেবলা পাকের সকল আশেকান ও ভক্ত-মুরিদানগণ “আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” নামক তরণী বা নৌকার যাত্রী হতে পারে ও দরবার শরীফের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি আশা করব, দরবার শরীফের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে চিশতীয়া নেজামিয়া দরবার শরীফের সকল আশেকান ও ভক্ত-মুরিদানগণ সকল প্রকার দ্বিধা বা সংশয় পরিহার করে হুজুর কেবলা পাকের পবিত্র নাম মোবারক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া'র সদস্য হবেন এবং দরবার শরীফের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পের একজন গর্বিত অংশীদার হবেন।

সদস্য-সচিবের বাণী

“মোরা যাত্রী একই তরলীর”। আমাদের মহান মুর্শীদ কেবলা হযরতুল আল্লামা খাজা শাহ আলহাজ্ব কাজী মোঃ সিরাজ উদ্দিন চিশতী (রা.) এর পবিত্র জবান মোবারক নিঃসৃত একটি অমীয় বাণী। এই অমীয় বাণীটি কোন সাধারণ বাণী নয়। এ উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যপক। মুর্শীদ কেবলা পাকের এই অমীয় বাণীকে অন্তরে ধারণ করার মাধ্যমে ও পীর-মুর্শীদের হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও উনার প্রিয় হাবিব রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করাই মুর্শীদে বরহকের প্রতিটি ভক্ত-মুরিদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোন সহজ কাজ নয়। এই কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রতিটি ভক্ত-মুরিদানকে এমন একটি কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয় যা মোটেও সহজ নয়। কারণ নফস নামক চিরশত্রুটি আমাদেরকে ধোকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কান্ডারি ব্যতীত এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে মুর্শীদরূপী একজন কান্ডারি বা নাবিকই পারে সত্য ও সঠিক রাস্তা দেখানোর মাধ্যমে নফস নামক চিরশত্রুটির বিভিন্ন প্ররোচণার হাত হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে। মুর্শীদরূপী নাবিক বা কান্ডারির এই তরলীতে যারা আরোহণ করতে পারলো তারাই সফলকাম। কারণ একজন অভিজ্ঞ নাবিক যেমন সমস্ত ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে যাত্রীদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেয় ঠিক তেমনি একজন মুর্শীদরূপী নাবিকই তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে তার প্রতিটি ভক্ত-মুরিদানকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনে তথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও উনার প্রিয় হাবিব রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

তাই আমি আমাদের মহান মুর্শীদ কেবলা হযরতুল আল্লামা খাজা শাহ আলহাজ্ব কাজী মোঃ সিরাজ উদ্দিন চিশতী (রা.) এর প্রতিটি ভক্ত-মুরিদানকে আহবান করব, তারা প্রত্যেকেই যেন মুর্শীদে বরহকের পবিত্র নাম মোবারক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া’র একজন গর্বিত সদস্য হয়ে দরবার শরীফের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে ভূমিকা রাখার সুযোগ গ্রহণ করেন।

সংগঠন পরিচিতি

নব্বই দশকের শুরুতে ঢাকা মহানগরীর ডেমরা থানাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মাতুয়াইল নামক স্থানে আমাদের মহান মুর্শীদ কেবলা হযরতুল আদ্বালা খাজা শাহ আলহাজ্ব কাজী মোঃ সিরাজ উদ্দিন চিশতী (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া'র উন্নয়নকল্পে ঢাকা ও এর আশেপাশের ভক্ত-মুরিদানগণের সমন্বয়ে তিনি “আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” নামক একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন চালু করেন। উক্ত সংগঠনটির মাসিক সভা প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শুক্রবার ঢাকা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হতো। সভায় উপস্থিত ভক্ত-মুরিদানগণ খানকায়ে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া'র উন্নয়নকল্পে যার যার সামর্থ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদান করতেন। আদায়কৃত অর্থ ঢাকা নিবাসী জনাব কাজী মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম ও হজুর পাকের ছোট ছেলে পীরজাদা কাজী মোঃ ইউসুফ (মা.জি.আ.) এর বড় ছেলে জনাব কাজী মোঃ ফজলুল বারীর নামে খোলা প্রাইম ব্যংক লিমিটেডের মতিঝিল শাখার একটি যৌথ একাউন্টে জমা হতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মুর্শীদ কেবলা দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর একটি কুচক্রি মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগান্ডা ও অসহযোগীতার কারণে এই সংগঠনটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

চিশতীয়া নেজামিয়া দরবার শরিফে গত ০৯/০৩/২০১৮ ইং রোজ শুক্রবার পবিত্র দরবার শরীফ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি “আজ্জুমানে চিশতীয়া” এর এক সভায় হজুরপাকের স্মৃতি বিজরিত ও পবিত্র নাম মোবারক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনকে সারা দেশব্যপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে ঢাকা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত খানকা শরীফের জন্য হজুরপাক কর্তৃক নির্ধারিত “খানকায়ে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” নামটির অনুকরণে “আশেকানে চিশতীয়ায়ে সেরাজিয়া” নামটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে ঢাকা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত খানকা শরীফের জন্য হজুরপাক কর্তৃক নির্ধারিত “মোরা যাত্রী একই তরণীর” স্লোগানটিও এই সংগঠনের মূল স্লোগান হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংগঠনটির মূলনীতিঃ সংগঠনটির মূলনীতি হিসেবে ০৫ (পাঁচ) টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ

ঈমাণ

আকিদা

ঐক্য

শৃংখলা

সেবা